বিদেশী সিইও কর্তৃক কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল

ঢাকার বারিধারা জে ব্লকে অবস্থিত "বঙ্গ বিডি" একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। এটি একটি দক্ষিণ এশীয় ওটিটি (ওভার দি টপ)এবং ভিওডি প্ল্যাটফর্ম, যা অত্যাধুনিক ভিডিও ডেলিভারি প্রযুক্তি ও নজিরবিহীন কন্টেন্ট লাইব্রেরির মিশ্রণ। প্রায় মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের একটি ইউটিউব চ্যানেলের নেটওয়ার্ক। বঙ্গ তিনটি দেশে ইউটিউব চ্যানেল এবং নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। এছাড়া ডেটা সেন্টার থেকে লাইভ এবং অন ডিমান্ড কন্টেন্ট সরবরাহ করে যা একটি ডিজিটাল হেড এন্ড সিডিএন উৎস থেকে সরবরাহকৃত। আন্তর্জাতিক টেলিকম পার্টনারশিপের ফলে প্রবাসী বাংলাদেশী, নেপালী, এবং শ্রীলংকার নাগরিকরা তাদের পছন্দের বিনোদন অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির সিইও নেদারল্যান্ডের অধিবাসী মি. ক্যারেল কিউপ্রি। যিনি গত প্রায় ৫ বছর ধরে বাংলাদেশে Intellectual Property নিয়ে কাজ করছেন। তিনি গত ১৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কপিরাইট অফিসে আসেন এবং তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে "ছিন্নমূল" নামক একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন জমা দেন। আলোচনাকালে তিনি জানান যে, তার প্রতিষ্ঠান অনুরূপ আরও প্রচুর ফিল্ম,নাটক ও গানের ভিডিও-রেকর্ড ইত্যাদি কর্মের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী। কারণ ভবিষ্যতে যাতে এগুলো কেউ পাইরেটেড করে ইউটিউব বা অন্য কোন ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে তাদের আর্থিক ক্ষতি সাধন করতে না পারে। রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট জনাব জাফর রাজা চৌধুরী যথাসম্ভব সহজ উপায়ে রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

বর্তমানে কেবল বাংলাদেশেই নয় বরং সারা বিশ্বেই ডিজিটাল পাইরেসি এক সংক্রামক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল বিশ্বে এটি এখন অনেকটাই অপ্রতিরোধ্য। ফলে একে প্রতিরোধ করে মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ করা বর্তমানে সারা বিশ্বের জন্যই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ডিজিটাল পাইরেসি রোধ করার বিষয়ে রেজিস্ট্রার অব কপিরাইট মি.ক্যারেল কিউপ্রেরি ও তার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা চান। এছাড়া একজন বিদেশী হিসেবে প্রথমবারের মতো কপিরাইট অফিসে ব্যক্তিগতভাবে আগমন করে রেজিস্ট্রেশন আবেদন জমা দেয়ার জন্য তিনি মি.ক্যারেলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, প্রথমবারের মত একজন বিদেশী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে কপিরাইট অফিসে আগমন করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন জমা দেয়ায় মি. ক্যারেল ইতোমধ্যে নিজেকে বাংলাদেশের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আরো সহজতর করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি "ই-কপিরাইট" অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আবেদন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তথেকে আবেদনকারীগণ কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য যেকোন সময় আবেদন করতে পারবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইন সার্টিফিকেটও পেতে সক্ষম হবেন।